দ্বিতীয় অন্ধকারের যুগ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্ মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেন, "কাফিরদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ো না।" এই সময়ের মানুষেরা অজ্ঞ। এটা দ্বিতীয় অজ্ঞতার যুগ। প্রথম অজ্ঞতার যুগ ছিল আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সময়ে। সেসময় অজ্ঞতা থাকলেও মানুষ অন্তত খোদায় বিশ্বাস করত।

আজকের অজ্ঞরা আরও খারাপ। তারা দাবী করে যে তারা লেখাপড়া করেছে, প্রফেসর হয়েছে, অ্যাসোশিয়েট প্রফেসর এবং ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হয়েছে। এইসমস্ত লোকেরা (যদিও সবাই নয়) আরও বেশী অহংকার দেখায় এবং আরও বেশী ফিরাউনের মত আচরণ করে। তারা আল্লাহ্কে (জাঃজাঃ) স্বীকার করে না, নাবী (সাঃ) কে সম্মান করে না এবং ইসলামকে অপমান করে।

এসব প্রাণী থেকে ইসলাম এমনিতেও কিছু আশা করে না। ইসলাম কারও কাছ থেকেই কিছু আশা করে না। ইসলাম উপকার দেয়। এইসব লোকদের নিজেদের দিকে তাকানো উচিৎ এবং নিজেদের ভূল দেখা উচিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জ্ঞানের নামে তারা শিক্ষার ঘরগুলোকে অজ্ঞতার ঘরে পরিণত করেছে।

তারা নিজেরাও উপকারহীন এবং তাদের দ্বারা দীক্ষিত প্রজন্মগুলোও বিপদে আছে। তারা বহুরকমের খারাপ জিনিস শেখায় কারণ তারা নিজেরাও কিছু জানে না। আর তারা কিছু না জানার কারণে এমন সব বিষয়ে নাক গলায় যা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং এই কারণে মানুষ তাদের মূর্খতা ধরতে পারে না।

তারা চাটুকারীতা এবং জালিয়াতির মাধ্যমে সেসব জায়গায় থাকে। তারা শয়তানের সৈন্য এবং তারা একে অপরকে সুবিধা দেয়। কোন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী না হয়েই তারা প্রফেসর অথবা ডক্টরেট উপাধি লাভ করে কারণ যারা তাদের এই উপাধিগুলো দান করে তারাও ওদের মতই লোক।

তাতে ইসলামের কিছুই হয় না। ইসলাম আল্লাহ্র (জাঃজাঃ) ধর্ম। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) একে রক্ষা করেন। ইসলাম সবচেয়ে মহীয়ান ধর্ম। কেউ ইসলামের কিছুই করতে পারে না। তারা যতই শিক্ষিত বা

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

জ্ঞানী হোক, জ্ঞানের শেষ নেই। তারা জ্ঞানহীন থেকে যায় তাদের মূর্খতার কারণে। তারা শিক্ষিত হয় শুধুমাত্র তাদের নাফসকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তারা শুধুমাত্র শয়তানের খিদমাত করে যায়। তারা কিছুই শেখেনি। তারা অজ্ঞতা শিখেছে। তাদের কাছ থেকে কোন উপকার আসে না, শুধু অপকার আসে।

যারা তাদের মত তারাই শুধু তাদের বিশ্বাস করে। তাদের মত যারা তারাই সেই অজ্ঞদের পেছনে ছোঁটে, কিন্তু যেসব মানুষেরা সত্য জ্ঞানের সন্ধান করে তারা জানে ওসব লোকদের বাস্তবতা কি। নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকার জন্য তারা নিজেদের পারদর্শীতার বাইরের বিষয়ে নাক গলায়, এমন সব বিষয়ে যার সাথে তাদের কোন সম্পর্কই নেই। এরা উঁচু লোক নয়, নীচু লোক, কারণ যেসব লোক আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তারা নীচু হবেই।

যদি তোমরা উঁচু হতে চাও তবে আল্লাহ্‌কে (জাঃজাঃ) বিশ্বাস কর, আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) যা বলেন তা কর এবং ইসলামের দিকে ফেরো। এইভাবেই শুধুমাত্র উঁচু হতে পারবে। নতুবা, আল্লাহ্‌র (জাঃজাঃ) বিরুদ্ধে যতটুকু বিদ্রোহ করবে ততটুকুই তোমার অবস্থান পড়ে যাবে এবং ততটুকুই তোমরা নীচে নেমে আসবে। আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) এসব লোকদের সোজা চিন্তা করার তাওফিক দান করুন যেন তারা নাজাত লাভ করতে পারে। পৃথিবীও যেন এসব লোক থেকে নিরাপদ থাকে, ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১৪ জানুয়ারী ২০১৬ / ৪ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফজর নামায।